14

তারিখ 21 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আজকের কাগজ

গণমুখী শিক্ষানীতি-কেবলই স্বপ্ন

জুলফিক্কার হোসেন তারা

প্রায় দুই দশক আগে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবিটির নাম 'অ'। 'অযান্ত্রিক'। অনেক চেষ্টা করেও ছবির কাহিনীটি উদ্ধার করতে পারিনি। তবে বিকল ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি পুরনো গাড়ির কথা এত বছর পরেও বেশ মনে আছে। পথ চলতে না চলতেই গাড়িটি বার বার বিকল হয়ে যায়। আর গাড়ির চালক বিরক্ত হয়ে লাথি চালায় অসহায় গাড়িটির নিষ্প্রাণ দেহে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার হালচাল দেখে দৃশ্যটি মনে পড়ে গেল। আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই যেন ঋত্বিক বাবুর সেই ভাঙা গাড়িটির মত। যার ইঞ্জিন ঠিক নেই। যাকে বার বার লাথি মারতে হয়, পানি খাওয়াতে হয়। স্বাধীনতার পর দেখতে দেখতে তেইশ বছর কেটে গেল। অথচ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা হাল হলোনা। আমাদের অনেকগুলো জাতীয় ব্যর্থতার মধ্যে এটি একটি প্রধান ব্যর্থতা। যেসব সরকার ক্ষমতায় থেকেছে বা আছে, যে সব নেতা-নেত্রী আমলা রাষ্ট্র যন্ত্রকে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে বা করছে তাঁদের সবাইকে এই ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হবে। প্রতি বৎসরই ছেলে ভুলানো ছড়ার মত বাজেট ঘোষণায় বলা হয় 'শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।' কিন্তু দেশের সচেতন নাগরিক একটু মগজ খাটালে সহজেই বুঝতে পারেন সঠিক সমস্যাটা আসলে আদৌ চিহ্নিত করা হচ্ছেনা। কিংবা সুকৌশলে সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। পানি ঢালা হচ্ছে গাছের মাথায়, শিকড়ে নয়।

দেশে যে হ-য-ব-র-ল শিক্ষানীতি চালু আছে তারই আশীর্বাদে ক্ষমতাসীন মহল থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা দু'হাতে সুবিধা লুটে নিচ্ছেন। তাঁদের সন্তানদের তাঁরা মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলছেন। তাঁদের সেবায় নিয়োজিত আছে ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডার গার্টেন স্কুল, 'এ' লেবেল 'ও' লেবেল মার্কা ইংলিশ স্কুল, হাজার হাজার টাকা জনশন নেওয়া শহরের নামী-দামী বিদ্যালয়। গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্যে নির্দিষ্ট আসনটি কালো টাকার বিনিময়ে ছিনিয়ে নেয়ার কি চমৎকার কৌশল। গরীব কৃষকের সন্তান, ছাপোষা কেরানীর সন্তান পড়বে কোথায়? তার জন্যে বরাদ্দ আছে ভাঙা স্কুল। যে স্কুলের মাঠে টিং টিং এ ছেলে মেয়েরা খেলা করে, পাশাপাশি গরুও চরে। যে স্কুলের শিক্ষকরা সময় মত বেতন পাননা। বেঁচে থাকার জন্যে যারা বেঁছে নেন টিউশনি। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যাদের চাকুরী নির্ভর করে। এদের নাম বেসরকারি শিক্ষক এরা সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সমান যোগ্যতা নিয়ে সমান পরিশ্রম করবেন, সমান সিলেবাস পড়াবেন, একই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষা নিবেন। অথচ সমান বেতন কিংবা মর্যাদা পাবেন না। সেলুকাস! কী সুন্দর বন্দোবস্ত! 'অনুদান' নামে এরা সরকারের কাছ থেকে যা পেয়ে থাকেন তাই নিয়ে আবার মাঝে মাঝে কী তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হচ্ছে সরকারের মানসিকতা। এবারের এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি দেশবাসী চরমভাবে প্রত্যক্ষ করেছে এবং অনেক ভাগ্যাহত ছাত্র-ছাত্রীও অভিভাবক এরজন্যে চরম মূল্যও দিয়েছে। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন :আমাদের এই দাস মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।'আজকাল সভা সমিতি কিংবা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামেও কোন নেতা-নেত্রী অথবা বুদ্ধিজীবীকে গণমুখী শিক্ষানীতি চালু করার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুনিনা। অথচ একসময়ে এই নিয়ে বেশ হৈচৈ হয়েছে। ছাত্ররা এই দাবির প্রশ্নে রাজপথ উত্তপ্ত করেছে। রক্ত করিয়েছে। এই দাবিকে স্তব্ধ করার জন্যে পতিত স্বৈরাচার ছাত্র মিছিলে ট্রাক উঠিয়েছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল এই দাবি বাস্তবায়নের জন্যে জোড়ালো ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এখন আর কাউকে এনিয়ে ভাবতে দেখিনা। স্বপ্ন ভঙ্গের এই দেশে গণমুখী শিক্ষানীতির দাবিটি কি তবে স্বপ্নই থেকে যাবে?

জুলফিক্কার হোসেন তারা : প্রাবন্ধিক, কবি, স্কুল শিক্ষক, নাট্যকর্মী।